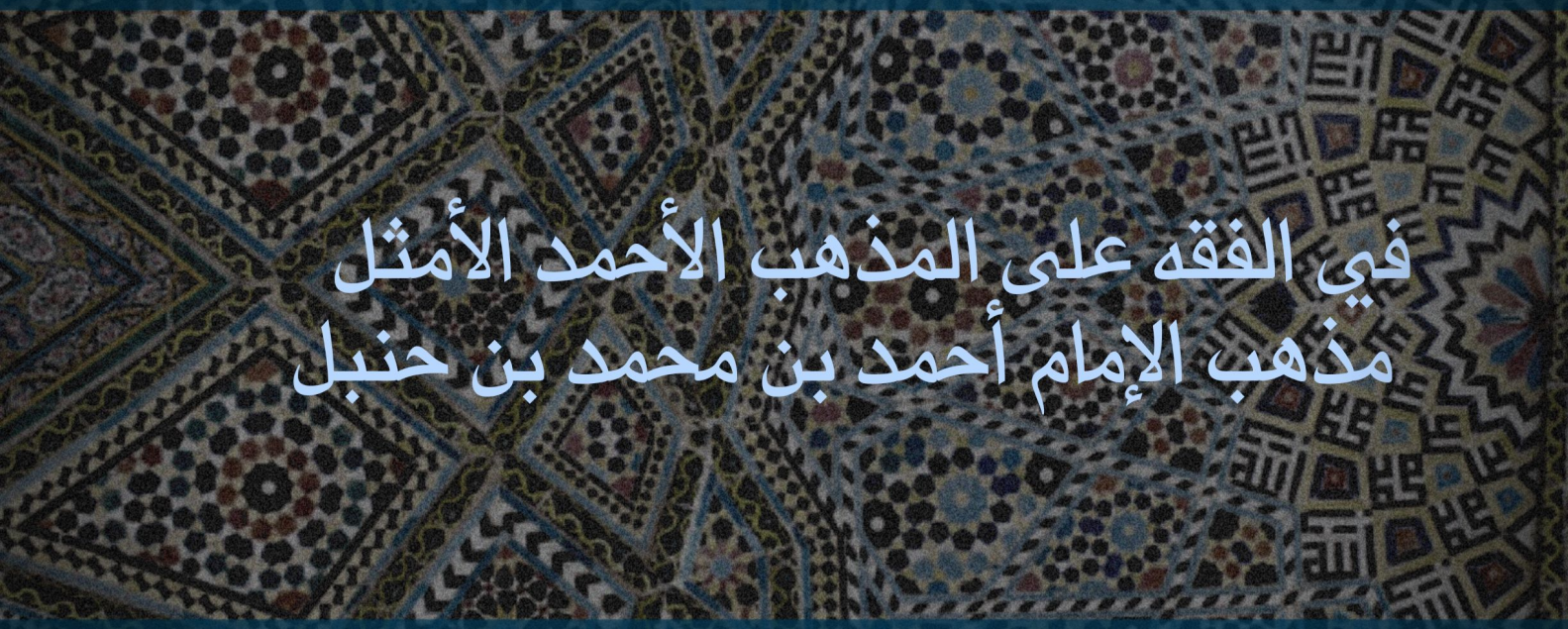
উমদাতুত ত্বলিব

লি নাইলিল মা'রিব

ইমাম মনসুর বিন ইউনুস আল-বুহুতি



عمدة الطالب

لنيل المآرب

منصور بن يونس البهوتي

‘উমদাতুত ত্বলিব

লি নাইলিল মাআরিব

(অধ্যায়: সিয়াম)

ইমাম মনসুর বিন ইউনুস বিন ইদরীস আল-বুহুতি আল-হাম্বলী

ইংরেজি অনুবাদ-

আবু ইব্রাহিম জন স্টারলিং

বাংলা অনুবাদ-

মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ নাঈম

দারসসমূহ:- Umdat al-Talib - Fasting:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5XYYASAThg-EfgPPW9zpE_mSp_CJbOW5

মুদারিস:- উস্তায আবু ইব্রাহিম জন স্টার্লিং [Ustadh Abu Ibrahim John Starling]

আহকামুত তাকলিফিয়্যাহ সম্পর্কে জানতে- ক্লিক।

১ম সংস্করণ (ই-বুক) : রবিউস সানি, ১৪৪২ হিজরি। ডিসেম্বর ২০২০

© হাম্বালী ফিক্বহ ২০২০

বই সম্পর্কিত কোন অভিযোগ বা মতামত জানাতে :

www.nayeemmsar@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.hanbalifiqh.com

সূচি

লেখক পরিচিতি/ ০১

বিন্যাস/ ০৩

সিয়াম/ ০৪

সিয়াম ভঙ্গের অনুমতিপ্রাপ্ত যারা/ ০৬
সিয়াম ভঙ্গের কারণ/ ০৯
রমাদানে সহবাস করা/ ১২
সায়িমের মাকরূহ কাজ/ ১৪
সিয়ামের ক্বাযা/ ১৬
সুন্নাহ্, মাকরূহ এবং হারাম সিয়াম/ ১৭
লাইলাতুল ক্বদর/ ২০
ই'তিকাফ/ ২১

// যদি তুমি চাও কোন মাযহাব অনুসরণ করতে,

ইলমি ভাই আমার, ইবনে হাম্বালের মাযহাব উত্তমতর //

ইমাম আস-সাফফারিনি

লেখক পরিচিতি

তিনি হলেন শাইখুল আল্লামা আবু সা'আদাত মনসুর বিন ইউনুস বিন সালিহ আদ-দীন বিন হাসান বিন আহমদ বিন 'আলী বিন ইদরীস আল-মিসরী আল-বুহুতি আল-হাম্বলী।

তিনি ১০০০ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকের মধ্যে রয়েছেন, জামাল ইউসুফ আল-বুহুতি, আবদুর রহমান বিন 'আলী বুহুতি তুফী, ইয়াহইয়া বিন মূসা বিন আহমদ আল-হাজ্জাওয়ী, মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মারদাওয়ী আল-শামী, আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহমান আল-দানুশরী, আবদুল ক্বাদীর আল-দানুশরী তুফী, নূর আল-হালবী এবং আরো অনেকে।

তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় ধর্মীয় বিষয়াদি গবেষণার কাজে ব্যয় করতেন। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরা তাঁর নিকট পরামর্শ নিতে আসতো। লোকেদের কাছে তিনি সূফি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যিনি দুনিয়াবি চাকচিক্য-আকর্ষণ হতে মুক্ত। তিনি ছিলেন দক্ষ উসুলি ও দক্ষ তাফসীরকারক।

শাম, নজদ, হিজাযসহ বিভিন্ন স্থান হতে তাঁর কাছে ছাত্ররা পড়তে আসতো। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন, মুহাম্মদ আল-মিসরী, ইবরাহীম বিন আবু বকর আল-সালিহী, মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-খলওয়াতী, ইয়াসীন বিন 'আলী আল্-লাবাদী, ইউসুফ বিন ইয়াহয়া বিন মারঈ আল-কারমী এবং সালিহ বিন হাসান আল-বুহুতি আল-আযহারী।

আল-মুহিব্বি বলেন, তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের শাইখুল হানাবিলাহ্।

তিনি পুরো হাম্বলী ফিকহ্-কেই যেন ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। এজন্য তাকে "শারিহুল মাযহাব" বলা হয়।

তাঁর রচিত বইসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো---

১- কাশশাফ আল-ক্বিনা' লি মতন আল-ইক্বনা'[ইক্বনা'-এর শরহ্]

২- হাশিয়া 'আলা মতন আল-ইক্বনা'

৩- ইরশাদু 'উলিন নুহা লি দক্বাইকিল মুনতাহা[হাশিয়া 'আলা মুনতাহা আল-ইরাদাত]

৪- দক্বাইকু 'উলিন নুহা লি শরহ্ আল-মুনতাহা[মুনতাহার শরহ্]

৫- আল-মিনাহ আল-শাফিইয়্যাহ্ আল মুফরাদাত[আন-নাযম আল-মুফিদ আল-আহমদের ব্যাখ্যা]

৬- রউদ আল-মুরবি'[যাদুল মুস্তাক্বনি'-এর শরহ্]

৭- 'উমদাতুত ত্বলিব [প্রথমিক বই]

তিনি ১০ ই রবিউল সানি ১০৫১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

বিন্যাস

[[---]] উস্তায আবু ইব্রাহিমের দরস থেকে নেওয়া। উস্তায তাঁর এই দরস সাজিয়েছেন এই বইয়ের উপর ইমাম 'উসমান ইবন আহমদ আন-নাজদী রহিমাহুল্লাহ্ লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ "হিদায়াতুর রাগিব" এর উপর ভিত্তি করে।

[---] মূল অর্থ।

(---) বাক্য সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত।

{---} হিদায়াতুর রাগিবের মূল ভাষ্য।

সিয়াম[১]

নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার মাধ্যমে রমাদানের সিয়াম পালন ওয়াজিব হয়[২]। যদি হিলাল[নতুন চাঁদ] ত্রিশে শাবানের রাতে পরিস্কার আকাশে দেখা না যায়, তবে সিয়াম শুরু হবে না। তবে যদি এর উদয় হওয়ার স্থান কোনো অন্তরায়, যেমন: মেঘ, ধূলা ইত্যাদি, দ্বারা প্রত্যাহত হয়, তবে রমাদানের নিয়্যাতে, সতর্কতার বিধান হিসেবে সিয়াম পালন করা ওয়াজিব[৩]। আর যদি (এই মাস রমাদান হিসেবে) প্রতীয়মান হয় তবে তা যথেষ্ট হবে। যদি হিলাল কোনো অঞ্চলে দেখা যায় তবে প্রত্যেককেই সিয়াম আদায় করতে হবে[৪]।

একজন আদিল {এবং বালেগ ও বোধশক্তিসম্পন্ন} ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সিয়াম শুরু হবে, সে হোক দাস কিংবা মহিলা। যদি সিয়াম পালন একজন ব্যক্তির দেখার দ্বারা কিংবা ত্রিশে শাবানের

---

[১] আক্ষরিক অর্থ: বিরত থাকা।
শরঈ‘ অর্থ: নির্দিষ্ট ব্যক্তি[যাদের সিয়াম শুদ্ধ] থেকে নির্দিষ্ট সময়ে[দ্বিতীয় ফজর থেকে পরিপূর্ণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত] নিয়্যাত সহ নির্দিষ্ট কিছু কাজ[পনাহার, সহবাস ইত্যাদি] থেকে বিরত থাকা হলো সিয়াম।
সিয়াম দ্বিতীয় হিজরীতে ফরজ হয়। ইমাম ইবন হাজার রহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, “তা শা‘বান মাসে ফরয হয়”। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট নয় রমাদান সিয়াম পালন করেছেন।
মুস্তাহাব হলো: একে শাহরু রমাদান বলা, কারণ আল্লাহ তা [ক্বুরআনে একে শাহরু রমাদান] বলেছেন, তবে রমাদান বলা মাকরূহ নয়।
[২] কারণ আল্লাহ বলেছেন,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ

কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে -- সূরা আল-বাকারাহ্, ১/১৮৫
এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে।” --- সহীহ বুখারী, ১৯০৯(১৭৮৫)
[৩] এটা ছিলো ‘উমর এবং তাঁর ছেলে[আবদুল্লাহ্ ইবন ‘উমর], ‘আমর ইবনুল আস, আবু হুরাইরা, আনাস, মু‘আওয়িআহ, আয়িশা এবং আসমা বিনত আবু বুকর রদিয়াল্লাহু আনহুমদের মত।
এর কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “চাঁদ না দেখে তোমরা সওম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার করবে না। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে এর ‘উকদুরু’ করো।”
নাফি‘ বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যদি শা’বানের ২৯ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় তবে সে কাউকে চাঁদ দেখার জন্য পাঠাবে। যদি সে চাঁদ দেখে তবে তাই[অর্থাৎ সিয়াম পালন করবে]। আর যদি চাঁদ না দেখে এবং এর দেখা প্রতিরোধকারী কোনো অন্তরায় না থাকে তবে তাঁরা সিয়াম ভঙ্গ করবে। তবে যদি দিগন্তে মেঘ বা ধূলাবালি থাকে তবে তাঁরা পরবর্তী দিন সিয়াম পালন করবে।”
আর উকদুরু অর্থ সংকীর্ণ করা, অর্থাৎ শা‘বানকে ২৯তম দিনে আবদ্ধ করা। সূরা আল-ফজরে উকদুরু এর যথার্থ অর্থ পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ বলেন,

وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ

আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিযক সংকুচিত করে... --- সূরা ফজর,৮৯/১৬
আর এসময় রমাদান সম্পর্কিত সকল বিধান কার্যকর হবে।
[৪] অর্থাৎ কোনো একটি মাসের শুরু সাব্যস্তের জন্য দুইজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্য লাগবে। তবে রমাদান ব্যতিক্রম।

দিনে মেঘের উপস্থিতির কারণে নতুন চাঁদ না দেখেই শুরু করা হয়, তবে তা ভাঙবে না[৫]। যে ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখেছে এবং তাঁর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কিংবা শাওয়ালের চাঁদ একাকী দেখেছে, সে সিয়াম পালন করবে[৬]।

যদি (চাঁদ দেখার বিষয়টি) দিনের বেলা সাব্যস্ত হয়, তবে (সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে) বিরত থাকবে এবং এর ক্বাযা আদায় করবে। যেভাবে বালেগ হওয়া শিশু, ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি, হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া মহিলা এবং সিয়াম ভঙ্গ করা হয়েছে এমন সফর হতে ফিরে আসা মুসাফিরের (বিরত থাকতে হয় এবং ক্বাযা করতে হয়)[৭]।

সিয়াম পালনে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য সক্ষম শিশুদের সিয়াম পালনের আদেশ দেওয়া সুন্নাহ্।

---

[৫] অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে হিসাব অনুযায়ী যদি ত্রিশের দিনেও ঈদের চাঁদ দেখা না যায় তবে তাঁর একত্রিশের দিনে সিয়াম পালন করবে।

[৬] অর্থাৎ একাকী দেখায় সিয়াম ভঙ্গ করবে না।

[৭] রমাদানের দিনের বেলা যদি কারো সিয়াম পালন ওয়াজিব হয়, যেমন: বালেগপ্রাপ্ত হওয়া শিশু, ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি, হয়েয কিংবা নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া মহিলা, (বুদ্ধি ফিরে পাওয়া বুদ্ধিলুপ্ত) অথবা বাসস্থানে পৌঁছানো সিয়াম ভঙ্গকারী মুসাফির, তবে তাদেরকে দিনের বাকি সময় সিয়াম পালন করতে হবে এবং পরে ক্বাযা করতে হবে।
আর মুসাফির যদি জানতে পারে যে, সে তাঁর বাসস্থানে মাগরিবের পূর্বেই পৌঁছাবে তাহলে তাকে ঐদিন সিয়াম পালন করতে হবে।

সিয়াম ভঙ্গের অনুমতিপ্রাপ্ত যারা

যারা অতিবৃদ্ধ হওয়া এবং দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সিয়াম পালনে অক্ষম তাঁরা প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাওয়াবে[৮]। সিয়াম পালন করা ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন অসুস্থ ব্যক্তি এবং সালাত সংক্ষিপ্তকারী মুসাফিরের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা সুন্নাহ্[৯]। সিয়াম পালনের নিয়্যাত করেছে এমন মুক্বীম যদি পরবর্তীতে সফর করে, তবে সে (তাঁর শহর অতিক্রম করার পর) সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে[১০]।

---

[৮] এর কারণ হলো ইবন 'আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুর নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

...আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্ইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা... --সূরা আল বাকারাহ্,২/১৮৪

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, "এ আয়াত রহিত হয়নি। এ হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য যারা সওম পালনে সমর্থ নয়।"

একই নিয়ম প্রযোজ্য এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য, যার অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভের আর আশা নেই।

আর সাধারণ অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ক্বাযা করে নিবে।

অতিবৃদ্ধ কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি সফররত হলে তাদের ফিদয়া এবং ক্বাযা কোনটাই করতে হবে না।

খাদ্যের পরিমাণ:-গম হলে ১ মুদ্দ, অন্য খাদ্য হলে ২ মুদ্দ।

[৯] এর কারণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

...অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে... ---সূরা আল বাকারাহ্,২/১৮৪

অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি নিম্নোক্ত তিনটির কোনটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবেই তাঁর জন্য সিয়াম ভঙ্গ করার বৈধ হবে–

- সিয়াম রাখার কারণে তাদের সুস্থতা অর্জন বিলম্ব হলে;
- সিয়াম রাখার কারণে তাদের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে;
- অসুস্থতার কারণে তাদের অস্বস্তিপূর্ণতা সৃষ্টি হলে।

এমন অসুস্থতা যার প্রতিকার হলো সহবাস, এক্ষেত্রে সহবাসের অনুমতি আছে। এর জন্য কোনো কাফফারা নেই এবং এর ক্বাযা করতে হবে না, যতক্ষণ না তাঁরা অতিবৃদ্ধ এবং দুরারোগ্য ব্যক্তির মতো। তাঁরা প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাওয়াবে।

অসুস্থ এবং সালাত সংক্ষিপ্তকারী মুসাফিরের জন্য সিয়াম পালন করা মাকরূহ্।

যদি কেউ সিয়াম ভঙ্গের উদ্দেশ্য সফর করে তবে তাঁর সফর এবং সিয়াম ভঙ্গ করা দুটোই অবৈধ।

[১০] যদি কেউ রাতে সিয়াম পালনের নিয়্যাত করে এবং পরবর্তী দিন কোন কারণে তাঁর সফর করতে হয়। তবে সফর শুরু হওয়ার পর তাঁর জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ। যদিও এক্ষেত্রে সিয়াম ভঙ্গ না করা উত্তম কারণ সে সিয়াম পালনের নিয়্যাত করেছে।

যদি গর্ভবতী ও ধাত্রী তাদের সন্তানের ক্ষতির আশংকায় সিয়াম ভঙ্গ করে, তবে তাঁরা (ভঙ্গ হওয়া) সিয়াম ক্বাযা করবে এবং সন্তানের অভিভাবক (একজন মিসকিনকে) খাওয়াবে[১১]। আর যদি তাঁরা নিজেদের ক্ষতির আশংকা করে তবে শুধুমাত্র ক্বাযা করবে[১২]।

যদি কেউ সিয়ামের নিয়্যাত করে এবং এরপর পাগল হয়ে যায় কিংবা পুরোদিন অচেতন থাকে, তাঁর সিয়াম শুদ্ধ নয়[১৩]। তবে তাঁর ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়, যে ব্যক্তি (সিয়ামের নিয়্যাত করেছে এবং এরপর অচেতন হয়ে গিয়েছে, আর) দিনের কোন একটি অংশে চেতনা ফিরে পেয়েছে, {তা দিনের শুরুতে হোক কিংবা শেষে} কিংবা যে ব্যক্তি পুরোদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। অচেতন ব্যক্তি তাঁর শুদ্ধ না হওয়া সিয়াম ক্বাযা করবে[১৪]।

সিয়ামের জন্য প্রতি রাতে নির্দিষ্ট নিয়্যাত করা ওয়াজিব[১৫]। প্রতি দিনের ওয়াজিব সিয়ামের জন্য তা অবশ্যই করতে হবে[১৬]। ফয়য্যিয়্যাতের নিয়্যাত করার প্রয়োজন নেই[১৭]। যদি কোনো নফল

---

[১১] সিয়ামের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম এমন মুসলিম চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে তা হতে হবে। আর এই বিধানের[ক্বাযা করা এবং মিসকীনকে খাওয়ানো] উৎস হলো আল্লাহর বাণী,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্ইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা ---সূরা আল বাকারাহ্,২/১৮৪

আর আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, ইবন 'আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তাঁরা রোযা রাখতে সমর্থ হয়, তবে রোযা রাখবে। অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারীণী স্ত্রীলোকগণ যদি সন্তানের ক্ষতির আশংকা বোধ করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। --- সুনান আবু দাউদ,সিয়াম, ৮/২৩১৮(২৩১২

[১২] কারণ এক্ষেত্রে তাদের বিধান অসুস্থ ব্যক্তির মতো।

কোনো জীবন বাঁচানোর জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ। এক্ষেত্রে শুধু ক্বাযা করতে হবে।

রমাদানে সিয়াম ভঙ্গের অনুমতি প্রাপ্ত[যেমন:সালাত সংক্ষিপ্তকরী মুসাফির] এমন করো জন্য রমাদানের সিয়ামের স্থলে অন্য সিয়াম[যেমন: শপথের সিয়াম, কাফফারার সিয়াম ইত্যাদি] পালন করা বৈধ নয়।

[১৩] এর কারণ সিয়ামের সংজ্ঞা হলো, "নিয়্যাতের সাথে বিরত থাকা"-আর এই দুইক্ষেত্রে এটি মানা হয় নি

[১৪] কারণ সাধারণত অচেতন অবস্থা বেশীসময় স্থায়ী হয় না। পাগল হওয়া ব্যক্তির সিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। তবে ঐ উম্মাদতা যদি চেতনানাশক ব্যবহারের কারণে হয় তবে ক্বাযা করতে হবে।

[১৫] যেমন: রমাদানের সিয়ামের, শপথের সিয়াম, রমাদানের সিয়ামের ক্বাযা সিয়ামের নিয়্যাত ইত্যাদি। কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত।"--- সহীহ বুখারী, ১/১

[১৬] অর্থাৎ প্রতি সিয়ামের জন্য আলাদা আলাদা নিয়্যাত লাগবে। কারণ প্রত্যেক দিনই আলাদা আলাদা ইবাদাত।

[১৭] অর্থাৎ সিয়ামের বিধান যে ফরয, তা উল্লেখ করার দরকার নেই। কারণ রমাদানের সিয়ামের নিয়্যাত করার অর্থ ফরয সিয়ামের নিয়্যাত করা। এমন নিয়্যাত করায় যথেষ্ট যে, আমি রমাদানের সিয়ামের নিয়্যাত করছি। যদি কেউ সন্দেহের সাথে বলে, "আমি আগামীকাল সিয়াম রাখব, ইনশাআল্লাহ তা'আলা"-তবে এ নিয়্যাত বৈধ নয়, কারণ নিয়্যাত হতে হবে নিশ্চিতভাবে।

সিয়ামের নিয়্যাত দিনে করা হয়, তবে তা বৈধ। এমনকি তা যাওয়ালের[যোহর] পরে হলেও[১৮]। যদি সিয়াম ভেঙে ফেলার নিয়্যাত করা হয়, তবে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে, "যদি কাল রমাদান হয়, তাহলে আমি সিয়াম পালন করব"-তবে তা বৈধ হবে না। কারণ এই ধরণের নিয়্যাত নির্দিষ্ট নিয়্যাত নয়। তবে ত্রিশে রমাদান এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

তবে যদি "ইনশাআল্লাহ" এজন্য বলে যে এর দ্বারা আল্লাহর বরকত উদ্দেশ্য, তবে তা বৈধ।

[১৮] আর তা মু'আয, ইবন মাসউদ, হুযাইফার কওল এবং আ'ইশা রদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে। এটি বুখারী ব্যতীত বাকী সকলেই বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করলে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের নিকট কি খাবার আছে? আমরা না বললে, তিনি বলতেন, আমি রোযা রাখলাম।"

--- সুনান আবু দাউদ,সাউম,৮/২৪৫৫(২৪৭৭)

আর লোকেদের আশুরার সিয়াম পালনে আদেশ করা হতো দিনের বেলা। এধরণের সিয়ামের ক্ষেত্রে পুরো দিনের জন্য নয় বরং যখন নিয়্যাত শুরু হবে তখন থেকে সাওয়াব প্রদান করা হবে। কারণ সিয়াম নির্দিষ্ট নিয়্যাতের উপর নির্ভর করে।

অধ্যায় : সিয়াম ভঙ্গের কারণ[১৯]

যে ব্যক্তি তাঁর সিয়ামরত অবস্থার ব্যপারে অবগত হওয়া স্বত্তেও ইচ্ছাকৃত নিম্নোক্ত কাজগুলোতে লিপ্ত হয়, {যদিও সে এর অবৈধতার ব্যপারে অবগত না থাকে তবুও} তাঁর সিয়াম ভঙ্গ হবে–

- পানাহার করা;
- নাকে কোনোকিছু টেনে নেওয়া[২০],
- সপোজোটরি[তথা মলদ্বার দিয়ে ঔষধ] প্রবেশ করানো;
- সুরমা লাগানো এবং এর ফলে এর স্বাদ গলায় অনুভব করা[২১],
- মূত্রনালী ব্যতীত শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে শরীর গহ্বরে কোনোকিছু প্রবেশ করানো;
- ইচ্ছাকৃত বমি করা[২২];
- স্বমেহন অথবা আলিঙ্গান যাতে মযী কিংবা মনী নির্গত হয়;
- বারবার তাকানো যা মনী নির্গত করে[২৩];
- হিজামাহ্ করা অথবা করানো এবং এর মাধ্যমে রক্ত বের হওয়া[২৪],

---

[১৯] সিয়াম সম্পর্কিত আধুনিক মাসআলা - ক্লিক।

[২০] তৈল জাতীয় পদার্থ কিংবা এমন কিছু [যেমন: ন্যাসাল স্প্রে] যা মস্তিস্কে পৌঁছে কিংবা এর স্বাদ গলায় অনুভব করা যায়।

[২১] কসমেটিক আই লাইনার এবং চোখের ড্রপ যা ব্যবহারে এর স্বাদ গলায় অনুভব করা যায় তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

[২২] নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে সে যেন কাযা আদায় করে। -- সুনান আবু দাউদ,সওম; ৮/২৩৮০(২৩৭২)
আর অনিচ্ছাকৃত বমি করা সিয়াম ভঙ্গ করে না।

[২৩] এতে তিনটি ধাপ আছে–

- চিন্তা(মানসিক)--- এক্ষেত্রে মযী বের হোক কিংবা মনী,সিয়াম ভঙ্গ হবে না;
- দর্শন[বারবার দেখা]--- এক্ষেত্রে মযী নির্গত হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না তবে মনী নির্গত হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে;
- শারীরিক--- এক্ষেত্রে মযী কিংবা মনী উভয়ের নির্গমনই সিয়াম ভঙ্গের কারণ।

[২৪] এর ভিত্তি হলো নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগানো হয় উভয়ের সাওমই বিনষ্ট হয়ে গেল।
এক্ষেত্রে সওম ভঙ্গ হওয়া রক্ত বের হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। সওম ভঙ্গ হবে শুধু হিজামাহ্-এর ক্ষেত্রে। সাধারণ রক্ত বের হওয়া, যেমন: কাটা যাওয়ার কারনে রক্ত বের হওয়া, নাক থেকে রক্ত ঝরা ইত্যাদি, এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

তবে বিস্মৃতি কিংবা বলপ্রয়োগের কারণে (উপরোক্ত কাজগুলোতে লিপ্ত হলে) সিয়াম ভঙ্গ হবে না[২৫]।

সিয়াম ভঙ্গ হয় না--

- (অনিচ্ছাকৃত) কোন পতঙ্গ বা ধুলা গলায় পৌঁছালে[২৬],
- চিন্তার কারণে মযী বা মনী নির্গত হলে[২৭],
- স্বপ্নদোষের কারণে;
- মূত্রনালীতে কোনকিছু প্রবেশ করানো, (এমনকি তা মূত্রথলিতে পৌঁছালেও);
- মুখে খাদ্যাংশ নিয়ে ঘুম থেকে উঠা এবং এরপর মুখ থেকে বের করে ফেলা[২৮];
- {পায়ের পাতায় দেওয়া ঔষধের স্বাদ অনুভব করা}[২৯],
- গোসল, মাদ্‌মাদ্‌দা ও ইস্তিনশাকের সময় অনিচ্ছাকৃত পানি গিলে ফেলা। যদিও এগুলোতে অতিরঞ্জন এবং তিনবারের অধিক করা হলেও[৩০]।

যদি কেউ ফজর হয়েছে কি হয়নি এমন সন্দেহে পানাহার করে, তবে তাঁর সিয়াম শুদ্ধ[৩১]। তবে যদি সূর্য ডুবে গিয়েছে কি না (এমন সন্দেহে পানাহার করে, তবে তাঁর) সিয়াম শুদ্ধ হবে

---

[২৫] আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযাদার ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সাওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।"--- সহীহ বুখারী, ২৩/১৮০৯

[২৬] তা রাস্তা বা ফুলের হোক না কেন।

[২৭] এর ভিত্তি হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী, “(আমার বরকতে) আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে উদিত ওয়াসওয়াসা (পাপের ভাব ও চেতনা) মাফ করে দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে বলে।”-- সহীহ বুখারী,৪৯/২৫২৮(২৩৬১)
এটি[চিন্তা] বারবার তাকানোর চেয়ে শিথিলযোগ্য। বারবার তাকানো নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করা অধিক কঠিন।

[২৮] যদি কেউ মুখে লেগে থাকা কোনো খাদ্যাংশ নিয়ে ঘুমিয়ে যায় এবং ঘুম থেকে উঠে তা অনিচ্ছাকৃত গিলে ফেলে তবে সিয়াম ভঙ্গ হবে না কিন্তু ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে সিয়াম ভঙ্গ হবে।

[২৯] কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে যা ত্বকে ব্যবহার করা হলে এর স্বাদ অনুভব হয়। এক্ষেত্রে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

[৩০] মাদ্‌মাদ্‌দা- কুলি করা; এক্ষেত্রে মুবালগা[অতিরঞ্জন]-- মুখের সকল অংশে পানি পৌঁছানো।
ইস্তিনশাক- নাকে পানি টেনে নেওয়া; এক্ষেত্রে মুবালগা[অতিরঞ্জন]-- নাকের গহ্বর[খালি স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো।

[৩১] উসুল হলো, “নিশ্চয়তা সন্দেহ-এর উপর প্রাধান্য প্রাপ্ত।”

না[৩২]। যদি রাত বাকী আছে এমন সন্দেহে পানাহার করে এবং পরবর্তীতে ঐসময় দিন বলে প্রতীয়মান হয়, তবে অবশ্যই সিয়াম ক্বাযা করবে[৩৩]।

এক্ষেত্রে নিশ্চয়তা হলো--রাত অবশিষ্ট আছে। এজন্য ফজর হয়েছে-এ বিষয়ের জন্য প্রমাণ দরকার। যতক্ষণ না প্রমাণ হবে দিন হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রাত বলে বিবেচিত হবে।

[৩২] কারণ এক্ষেত্রে রাত হয়েছে-এ বিষয়ে প্রমাণ দরকার। কারণ নিশ্চয়তা হলো এখনও দিন অবশিষ্ট আছে।

[৩৩] কারণ প্রতীয়মান হয়েছে যে, সে তখনও পানাহার করেছিলো যখন ফজর শুরু হয়ে গিয়েছে।

পরিচ্ছেদ : রমাদানে সহবাস করা

যদি কেউ রমাদানে দিনের বেলা[৩৪] সহবাস[৩৫] করে, এমনকি দিনের এমন সময়ে যখন বিরত থাকা আবশ্যক[৩৬], এমনকি পেছনের রাস্তা দিয়ে হলেও, তবে তাকে এর ক্বাযা করতে হবে। আর মনী নির্গত হোক বা না হোক এর জন্য কাফফারা দিতে হবে। যদি মযী কিংবা মনী আলিঙ্গানের কারনে বের হয় কিংবা যদি মহিলা {অজ্ঞতা, বিস্মৃতি প্রবনতা অথবা বলপ্রয়োগের কারণে} ওজরপ্রাপ্ত হয়, তবে {সালাত সংক্ষিপ্তকারী ও বৈধ সফরে সফররত এবং} সিয়ামরত মুসাফিরের সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মতো এক্ষেত্রে শুধু ক্বাযা আদায় করতে হবে অন্য কিছু নয়[৩৭]।

যদি কেউ দুইদিন সহবাস লিপ্ত হয়, তবে তাঁর উপর দুইটি কাফফারা আসবে। যদি একদিনে পুনর্বার সহবাসে লিপ্ত হয়, তবে একটি কাফফারা আসবে। যদি না প্রথমবারের জন্য কাফফারা প্রদান করা হয়[৩৮]। যদি কেউ সহবাসে লিপ্ত হয় এবং অতঃপর অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা পাগল হয়ে যায় কিংবা মুসাফির হয় ইত্যাদি, তবেও তাঁর কাফফারা রহিত হবে না। রমাদানে দিনের বেলা সহবাস ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর জন্য কাফফারা আসবে না।

কাফফারা হলো, একজন বিশ্বাসী দাস-দাসী মুক্ত করা। যদি সম্ভব না হয়, তবে পরপর দুইমাস সিয়াম পালন করা। যদি তা-ও সম্ভব না হয় তবে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো। যদি তা-ও সম্ভব না হয় তবে তা রহিত হয়ে যাবে[৩৯]।

---

[৩৪] রাতের বেলা[মাগরিবের আযান থেকে ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত] সহবাস বৈধ। এমনকি তা ফজরের কিছুসময় পূর্বে হলেও, যদিও এসময় এটি মাকরূহ্।

[৩৫] লিঙ্গ পুরোপুরি যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো, তা সামনের হোক কিংবা পেছনের।

[৩৬] যেমন: সফররত ব্যক্তির সফর শেষ হওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা লাভের কারণে তাদের উপর দিনের বাকী সময় সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা আবশ্যক। যদিও তাঁরা ওজরের সময়ে সিয়াম ভঙ্গ করুক বা না করুক।

[৩৭] অর্থাৎ মযী কিংবা মনী নির্গমন আলিঙ্গানের কারণে হলে শুধু ক্বাযা আদায় করতে হবে। যেমনভাবে ক্বাযা আদায় করতে হয় এমন অসুস্থতার ক্ষেত্রে যা সিয়াম ভঙ্গের অনুমতি দেয়।
এক্ষেত্রে তাদের অবস্থা সিয়াম ভঙ্গের অনুমতি দেয় যদি তবুও তাঁরা সিয়াম পালন করে এবং পরবর্তীতে সিয়াম ভঙ্গের নিয়্যাত করে সহবাসে লিপ্ত হয় তবে তাদেরকে শুধু ক্বাযা করতে হবে। এর কারণ হলো তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য তাদের সিয়াম হলো নফল সিয়ামের মতো, যা ভাঙা বৈধ। যেহেতু রমাদানের সিয়াম ক্বাযা করতে হয় সেজন্য তাদের সিয়াম ক্বাযা করতে হবে

[৩৮] যদি একইদিনে পুনর্বার সহবাসে লিপ্ত হয় এবং প্রথমটির কাফফারা আদায় করে ফেলে তবে দ্বিতীয় সহবাসের জন্য আরো একটি কাফফারা আসবে।

[৩৯] এর কারণ হলো বেদুঈনের হাদীসটি। তা হলো: আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।”
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমার কী হয়েছে?”
সে বলল, “আমি সায়িম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি।”

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি?”
সে বলল, “না”।
তিনি বললেন, “তুমি কি একাধারে দু’মাস সওম পালন করতে পারবে?”
সে বলল, “না”।
এরপর তিনি বললেন, “ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি?” সে বলল, “না”।

রাবী বলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এক ‘আরাক পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। ‘আরাক হল ঝুড়ি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,“প্রশ্নকারী কোথায়?”
সে বলল, “আমি”। তিনি বললেন, “এগুলো নিয়ে সদাকাহ করে দাও”
তখন লোকটি বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্তকে সদাকাহ করব? আল্লাহর শপথ, মাদীনার উভয় লাবা অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই”।
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, “এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও”
-- সহীহ বুখারী, সওম; ৩০/১৯৩৬(১৮০৯)

এর অন্য একটি সনদে ক্বাযার কথা বর্ণিত হয়েছে,
আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তার পরিবর্তে একদিন রোযা রাখো” ---সুনান ইবন মাজাহ্, সিয়াম;৭/১৬৭১

পরিচ্ছেদ : সায়িমের মাকরূহ কাজ

থথু জমা করে গিলে ফেলা, খাবারের স্বাদ গ্রহণ, (অদ্রবণীয়) শক্ত আঠা[‘ইলক্ব] চিবানো[৪০] সিয়াম পালনকারীর জন্য মাকরূহ্। যদি এগুলোর স্বাদ গলায় পৌঁছায় তবে সিয়াম ভঙ্গ হবে।

দ্রবণীয় আঠা চিবানো সর্বক্ষেত্রে হারাম (এর লালা গিলে ফেলা হোক বা না হোক), কফ গিলে ফেলা (হারাম), (যদি মুখে পৌঁছায় এবং গিলে ফেলা হয়, তবে) এর কারণে সিয়াম ভঙ্গ হবে[৪১]।

চুম্বন,স্পর্শ এবং বারবার দৃষ্টিপাত করা সে ব্যক্তির জন্য মাকরূহ্ যে ব্যক্তির মাঝে এগুলো কামনার উদ্রেক ঘটাবে[৪২]। মিথ্যা বলা, গিবত করা এবং গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকা {সর্বক্ষেত্রে}ওয়াজিব[৪৩]।

সিয়াম পালনকারীর জন্য সুন্নাহ্ হলো–

- {বেশী বেশী ক্বুরআন তিলওয়াত করা, যিকর করা এবং সদকাহ দেওয়া;
- যা কিছু মাকরূহ তা থেকে জিহ্বাকে সংবরণ করা};
- তিরস্কার করা হলে {উচ্চ শব্দে} বলা- আমি সিয়াম পালন করছি[৪৪];

---

[৪০] এখানে আঠা বলতে একধরনের ঐতিহ্যবাহী আঠাকে বুঝানো হয়েছে যাতে কোনো ফ্লেভার[স্বাদ] থাকে না। আর এগুলো লালা নিঃসরণ বৃদ্ধি করে এবং তৃষ্ণার উদ্রেক ঘটায়।

[৪১] তা যেখান থেকে উৎপন্ন হোক না কেন। কারণ কফ, লালার মতো মুখে উৎপন্ন হয় না। রক্ত, বমি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কফের বিধান প্রযোজ্য।

[৪২] কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন যুবককে এ থেকে নিষেধ করেছিলেন এবং একজন বৃদ্ধকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন।--- সুনান আবু দাউদ,সওম,৮/২৩৮৭(২৩৭৯)
আর যদি এগুলোর কারণে মযী বা মনী নির্গমনের আশংকা থাকে তবে এগুলো অবৈধ।

[৪৩] ইমাম আহমদ এবং ইমাম বুখারীর হতে বর্ণিত,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।--- সহীহ বুখারী,সওম;৩০/১৯০৩(১৭৭৯)
ইমাম আহমদ বলেন, “সিয়াম পালনকালীন তোমার জিহ্বাকে অবশ্যই সংযত করা এবং তর্ক থেকে দূরে থাকা উচিত। তোমার সিয়ামের হেফাজত করা উচিত।
যখন তোমরা সিয়াম পালন করবে, মসজিদে অবস্থান করবে এবং বলবে, আমরা আমাদের সিয়ামকে হেফাজত করছি। আমরা কারো গিবত করা থেকে এবং এমন কাজ থেকে বিরত থাকছি যা আমাদের সিয়ামের ক্ষতি করতে পারে।”

[৪৪] কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম। --- সহীহ বুখারী, সওম, ৩০/১৯০৪(১৭৮০)।

- দেরিতে সেহরি করা (যতক্ষণ না দ্বিতীয় ফজর উদিত হওয়ার খুব কাছাকাছি হয়ে যায়)[৪৫];
- তাড়াতাড়ি ইফতার করা[৪৬],
- পাকা খেজুর[রুত্বাব] দ্বারা ইফতার করা। যদি পাওয়া না যায়, তবে শুকনো খেজুর[তামর্] দ্বারা। এগুলোর অনুপস্থিতিতে পানি দ্বারা[৪৭]।
- এসময় বলা[৪৮],

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

سبحانك وبحمدك اللهم تقبل منى إنك أنت السميع العليم

[৪৫] এর কারণ যায়দ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাহরী খাই এরপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আযান ও সাহরীর মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ। --- সহীহ বুখারী,সওম, ৩০/১৯২১(১৭৯৬)
এর সাওয়াব এসময় পানি পান করার মাধ্যমেও অর্জন করা সম্ভব। এসময় সহবাস করা মাকরূহ্।

[৪৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লোকেরা যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে। --- সহীহ বুখারী, সওম, ৩০/১৯৫৭(১৮৩০)
আর এক্ষেত্রে অবশ্যই সূর্যাস্ত সম্পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

[৪৭] এর কারণ আনাস (রা) এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বে পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি পাকা খেজুর না পেতেন,তখন তিনি শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন।আর যদি তাও না হতো, তখন তিনি কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।--- সুনান আবু দাউদ,সওম; ৮/২৩৫৬(২৩৪৮)।

[৪৮] এছাড়া এসময় আরো বিভিন্ন দু'আ বর্ণিত হয়েছে।

সিয়ামের ক্বাযা

যার রমাদান (-এর কয়েকটি কিংবা সকল সিয়াম) বাদ পড়বে, সে ঐদিনগুলো ক্বাযা করে নিবে। সুন্নাহ্ হলো, তাড়াতাড়ি এবং একসাথে[পরপর] আদায় করা[৪৯]। বিনা ওজরে পরবর্তী রমাদান পর্যন্ত ক্বাযা আদায় বিলম্ব করা হারাম[৫০]। যদি ওজরব্যতীত বিলম্ব করা হয় তবে ক্বাযা করার পাশাপাশি প্রত্যেক দিনের জন্য মিসকিনকে খাওয়াতে হবে[৫১]। যদি ব্যক্তি (বিনা ওজর ক্বাযা সিয়াম রেখে) মৃত্যুবরণ করে তবে তাঁর পক্ষ থেকে (প্রত্যেক দিনের জন্য একজন করে মিসকীনকে) খাওয়াতে হবে। যদি কেউ তাঁর উপর শপথের সালাত, সিয়াম, হজ্ব ইত্যাদি রেখে মারা যায়, তবে তাঁর সম্পত্তি দ্বারা এগুলো পূরণ করবে, {আর তা ওয়াজিব}। যদি (সম্পত্তি) না থাকে তবে তাঁর পক্ষ হতে তাঁর অভিভাবকদের তা করা সুন্নাহ্[৫২]।

---

[৪৯] এ নিয়ম 'উজর বশত হোক কিংবা 'উজর ব্যতিরেকে, সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু রমাদানে পর পর সিয়াম আদায় করা হয়, সেহেতু রমাদানের এই আবশ্যকতা ক্বাযা সিয়ামের ক্ষেত্রে পালন করা সুন্নাহ্।

[৫০] এর কারণ আয়িশা রাদিআল্লাহুতাআ'লা আনহুর হাদীস--

তিনি বলেন, আমার উপর রমাযানের যে কাযা হয়ে যেত তা পরবর্তী শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না। (ইয়াহ্ইয়া (রাঃ) বলেন,) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ব্যস্ততার কারণে কিংবা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ব্যস্ততার কারণে।

--- সহীহ আল বুখারী, সওম; ৩০/১৯৫০(১৮২৩)

[৫১] এর ভিত্তি হল সাঈদের উত্তম সনদের হাদীসটি যা ইবন আব্বাস হতে বর্নিত এবং দারাক্বুতনীর সহীহ হাদীসটি যা আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। (দারাক্বুতনী, ২৪৪৩-২৪৪৭)

খাদ্যের পরিমাণ— এক মুদ্দ গম কিংবা দুই মুদ্দ পরিমাণ অন্য খাদ্য।

যদি সিয়াম বৈধ উজরবশত বিলম্ব করা হয় তবে মিসকিনকে খাওয়াতে হবে না শুধু ক্বাযা-ই যথেষ্ট হবে, যেমন: দুগ্ধদাত্রী এবং গর্ভবতী মহিলা কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি ইত্যাদি।

[৫২] এর কারণ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি। তা হলো, এক মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলল, "আমার মা মারা গেছে, অথচ তার যিম্মায় মানতের সওম রয়েছে।আমি কি তাঁর পক্ষ হতে এ সওম কাযা করতে পারি?"

তিনি বলেন, "হাঁ"। --- সহীহ বুখারী, সওম; ৩০/১৯৫৩(১৮২৬)

অভিভাবক ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে তা নফল।

পরিচ্ছেদ : সুন্নাহ্[৫৩], মাকরূহ এবং হারাম সিয়াম

সর্বোত্তম নফল সিয়াম হলো একদিন পর পর সিয়াম পালন করা[৫৪]। (নিম্নোক্ত দিনগুলোতে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব:)

- প্রতি মাসের তিন দিন, (মুস্তাহাব হলো) এগুলো আইয়ামে বীযের দিন হওয়া[৫৫];
- সোমবার ও বৃহস্পতিবার[৫৬],
- শাওয়াল মাসের ছয়দিন, এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো রমাদানের পর তাড়াতাড়ি এবং পর পর আদায় করা[৫৭];
- আল্লাহর মাস মহরম[৫৮], এর সর্বোত্তম হলো দশ তারিখ[‘আশুরা] এরপর নয় তারিখ[তাসু‘আ][৫৯];

---

[৫৩] নফল সিয়াম পালনে অধিক ফযিলত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব…--- সহীহ বুখারী, সওম; ৩০/১৯০৪(১৭৮০)।

[৫৪] একে দাউদ আলইহিস আলাইহিসসালাম-এর সিয়াম বলা হয়। এর ভিত্তি হলো আবদুল্লাহ্ ইবন ‘আমরের প্রতি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ। তিনি বলেন, “…এ হল সর্বোত্তম (সওম)”
--- সহীহ বুখারী,সওম;৩০/১৯৭৬(১৮৪৯)
এখানে কিছু শর্ত আছে। যেমন: এ কাজ শরীরের এমন ক্ষতি করবে না যার কারণে আল্লাহর হক আদায়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

[৫৫] এর কারণ আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, হে আবূ যার! প্রতি মাসে যদি তিন দিন সিয়াম পালন করতে চাও তবে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের সিয়াম পালন করো।--- সুনান আত-তিরমিযী,সওম;৮/৭৬১(৭৫৯)।

[৫৬] কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
“…সেই দু'দিন মানুষের আমলনামা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহর নিকটে এমন অবস্থায় উত্তোলন করা হয় যখন আমি সাওম পালনরত থাকি।”--- সুনান নাসাঈ, সওম;২২/২৩৬০।

[৫৭] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
“যে ব্যাক্তি রমযান মাসের সিয়াম পালন করল, তারপর শাওয়াল মাসে ছয় দিনকে তার অনুগামী করল (অর্থাৎ ৬টি সিয়াম পালন করল), সে যেন সারা বছর রোযা রাখল”--- সহীহ মুসলিম,সিয়াম;১৪/২৬২৯।
আলাদা আলাদা আদায় করা বৈধ।

[৫৮] এর ভিত্তি হলো এই হাদীসটি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সাওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সাওম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের নামায।--- সহীহ মুসলিম, সিয়াম;১৪/২৬২৬

[৫৯] নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, …আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহাররমের নবম ও দশম তারিখে সিয়াম পালন করব।--- শরহ্ মা‘আনিল আছার,২/৭৮; সুনান বায়হাকী,৪/২৮৭;
[<দশম তারিখ> এই অংশ বাদে]--- সহীহ মুসলিম, ১৫/২৫৫৬-২৫৫৭(১১৩৪); মুসনাদ আহমদ(১৯৭১)

- যুল হিজ্জাহ্ এর নয় দিন[৬০]। যারা হজ্ব করছে না তাদের ক্ষেত্রে, এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো আরাফার দিন। এরপর তারওয়িয়্যাহ্[অষ্টম দিন][৬১]।

সিয়াম পালন করা মাকরূহ,

- শুধু পুরো রজব মাসে[৬২],
- শুধু শনিবারে[৬৩],
- শুধু শুক্রবারে[৬৪],
- কাফিরদের উৎসবের দিনে[৬৫],
- সংশয়ের দিন, যদি রাতে আকাশ পরিস্কার থাকে[৬৬]।

সিয়াম পালন করা হারাম–

ইমাম আহমদ এই হাদীসকে দলিল হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বলেন, যদি এই মাস সাব্যস্তের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় তবে ব্যক্তি তিনদিন সিয়াম পালন করবে যাতে ঐ দিনগুলোতে সিয়াম পালন করার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়।

আশুরার সিয়াম পালন এক বছরের কাফফারা, আর এদিন পরিবারের সাতে কাটানো সুন্নাহ্।

[৬০] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমালের চেয়ে অন্য কোন দিনের 'আমালই উত্তম নয়।"

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "জিহাদও কি (উত্তম) নয়?"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ছাড়া যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।"--- সহীহ বুখারী, দুই ঈদ;১৩/৯৬৯(৯১৮)

[৬১] আর এই দিন সিয়াম পালন দুই বছরের কাফফারা। আবু কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ...অতঃপর আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের কাফফারাহ হয়ে যাবে।"

অতঃপর আশুরার সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "বিগত বছরের গুনাহের কাফফারাহ হয়ে যাবে।"

[৬২] কারণ তা, জাহেলিয়্যাতের রীতিকে উদ্ভুদ্ধ করে। যদি কিছুদিন ছেড়ে দেওয়া হয় কিংবা অন্য মাসের সাথে মিলিয়ে রাখা হয় তবে তা মাকরূহ্ নয়।

[৬৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের উপর যে রোযা ফরয করা হয়েছে সেই রোযা ব্যতীত তোমরা শনিবার রোযা রাখবে না... --- সুনান ইবন মাজাহ, ৭/১৭২৬; আহমদ(১৭৬৭৬)।

[৬৪] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন না করে। (যদি সাওম পালন করতে চায়) তবে জুমুআর আগে বা পরে যেন এক দিন যোগ করে সিয়াম পালন করে। --- সহীহ বুখারী(১৯৭৫),সহীহ মুসলিম,১৪/২৫৪৪

[৬৫] যেমন: নওরোজ, মিহরাজান।

[৬৬] 'আম্মার (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে সওম পালন করল সে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নাফরমানী করল।--- সুনান আবু দাউদ,২৩৩৪;সহীহ বুখারী,১৯০৬(১৭৮২)।

- ঈদের দিনে– সর্বক্ষেত্রে[৬৭]– এবং
- তাশরীকের দিনগুলোতে[৬৮], তবে তামাত্তু এবং ক্বিরানের দমের ক্ষেত্র বাদে[৬৯]।

ফরয কাজ শুরু করার পর তা ভঙ্গ করা হারাম[৭০], তবে নফল কাজ (শুরু করার পর তা) শেষ করা আবশ্যক নয়[৭১]। আর নফল কাজের যা কিছু ভঙ্গ হয়েছে, তার ক্বাযা করতে হবে না। তবে হজ এবং 'উমরাহ বাদে[৭২]।

---

[৬৭] তা ফিতর্ হোক কিংবা আযাহা, এব্যাপারে ইজমা' রয়েছে। এদিন কোনো ধরণের সিয়ামই পালন করা যাবে না, তা হোক ফরযের ক্বাযা কিংবা শপথের সিয়াম।

[৬৮] অর্থাৎ যুল হিজ্জাহ্-এর ১১,১২ এবং ১৩ তারিখ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আইয়্যামে তাশরীক পানাহারের এবং আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।" --- সুনান মুসলিম, ১৪/২৪৫৯(১১৪১)।

[৬৯] 'আয়িশাহ্ (রাযি.) ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যাঁর নিকট কুরবানীর পশু নেই তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সওম পালন করার অনুমতি দেয়া হয়নি।
--- সহীহ বুখারী, সওম;৩০/১৯৯৭(১৮৬৯)

[৭০] তা অধিক সময় ধরে সংগঠিত হওয়া ফরজ হোক কিংবা কম সময় ধরে।
যদি কেউ ফরজের ক্বাযা সিয়াম শুরু করে তবে এ সিয়াম ভঙ্গ করা তাঁর জন্য হারাম।
একইভাবে যদি কারো পাঁচটি সিয়াম বাকী থাকে এবং পরবর্তী রমাদান শুরু হতে শুধুমাত্র পাঁচদিন বাকী থাকে তবে তাকে অবশ্যই এই পাঁচদিনে সিয়াম পূরণ করতে হবে।
আর ফরজ শুরু করার পর বিনা ওজরে তা থেকে বের হয়ে যাওয়া হারাম।

[৭১] যেমন: সালাত, সিয়াম, ওযু ইত্যাদি। এর ভিত্তি হলো আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহুমার হাদীস। তা হলো, ...তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে কিছু হাদিয়া এসেছে। তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, হায়স (ঘি, পনির ও খেজুর মিশ্রিত এক প্রকার খাদ্য)। তিনি বললেন, সকাল থেকে তো সিয়াম পালন করছিলাম। আয়িশা (রাঃ) বলেন, এরপর তিনি তা আহার করলেন। --- সহীহ মুসলিম, ১১৫৪; সুনান আত-তিরমিযী, ৮/৭৩৪ (৭৩২)।
ইমাম নাসায়ী এই সনদে আরো সংযোজন করেন, ...তারপর বললেন, নফল সাওম হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে দান করার নিয়্যতে কিছু মাল বের করল। এখন সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা দানও করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে।--- সুনান নাসায়ী, ২২/২৩২৪
তবে বিনা 'উজরে নফল কাজ শুরু করার পর ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ্।

[৭২] অর্থাৎ নফল হজ্ব কিংবা 'উমরাহ্ ভঙ্গ করলে ক্বাযা করতে হবে। কারণ তখন ইহরামের অবস্থা বিরাজমান ছিল।

লাইলাতুল ক্বদর

প্রতীক্ষিত যে, ক্বদরের রাত রমাদানের শেষ দশ দিনের মধ্যে কোন একদিনে[৭৩]। এগুলোর মধ্য হতে বিজোড় রাত্রিগুলো অধিক তাৎপর্যপূর্ণ[৭৪]। বিশেষ করে সাতাশে রমাদানের রাত্রি[৭৫]। {ব্যক্তি এ রাতে অধিক দু'আ করবে, কারণ তা কবুল করা হবে। মুস্তাহাব হলো,} তাতে (আইশা রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে) বর্ণিত দু'আটি করা[৭৬],

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

[৭৩] এর ভিত্তি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, তিনি বলেছেন, "তোমরা রমাযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর।"--- সহীহ বুখারী, ২০২০(১৮৯০)

আর সহীহাইনে বর্নিত হয়েছে, (নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,) "যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে।--- সহীহ বুখারী, ১৯০১(১৭৭৭)

ইমাম আহমদের বর্ণনায় আরও আছে, "এবং পরবর্তীতে যা আসবে" --- আহমদ, ২৭১৩

একে ক্বদরের রাত নামকরণের কারণ--

- ঐ বছর যা কিছু হবে তা নির্ধারণ করার কারণে;
- কিংবা আল্লাহর নিকট এই রাতের মহান মর্যাদার কারণে;
- কিংবা এই রাতের অধিক মর্যাদার কারণে।

এগুলো হলো সর্বোত্তম রাত্রি।

[৭৪] এর ভিত্তি হলো,নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

"তোমরা এ রাতটিকে রামাযানের নয় দিন বাকী থাকতে বা সাতদিন বাকী থাকতে বা পাঁচ দিন বাকী থাকতে, তিন দিন বাকী থাকতে বা এর শেষ রাতে অন্বেষন কর" --- সুনান আত-তিরমিযী,৭৯৪(৭৯২)

[৭৫] ইবন আব্বাস, উবাই বিন কাব এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে। --- ইবন খুযাইমাহ্, ২১৭২; হাকিম, ১/৪৩৭।

এর তারিখ লুক্কায়িত থাকার হিকমাহ্[রহস্য] হলো, যেন লোকেরা রমাদানের শেষ দশকের সবগুলো রাতেই সক্রিয় থাকে।

[৭৬] আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন রাতটি লায়লাতুল ক্বাদর, এ কথা যদি আমি জানতে পারি তবে সে রাতে কি দু-আ করব? তিনি বললেন, বলবে,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

হে আল্লাহ! তুমি তো খুবই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাই তুমি ভালবাসো। সুতরাং ক্ষমা করে দাও আমাকে।
--- সুনান আত-তিরমিযী, ৩৫১৩; আহমদ(২৫৩৮৪); ইবনে মাজাহ, ৩৮৫০

ই'তিকাফ[৭৭]

{ইজমা' অনুসারে} ই'তিকাফ সব সময়েই সুন্নাহ্[৭৮], তবে রমাদানে এটি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে শেষ দশ দিনে। ই'তিকাফ সিয়াম ব্যতীত-ও শুদ্ধ[৭৯], তবে তা নিয়্যাত ব্যতীত শুদ্ধ নয়[৮০]। আর শপথ করা হলে তা পালন করা আবশ্যক[৮১]। আর তা মসজিদ ব্যতীত শুদ্ধ নয়[৮২]। যার জামাআতে সালাত আদায় করা আবশ্যক, তাঁর ক্ষেত্রে জামা'আতে সালাত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদ ব্যতীত তা শুদ্ধ নয়[৮৩]।

---

[৭৭] আক্ষরিক অর্থ: কোনো কিছুর প্রতি একনিষ্ঠতা[আবদ্ধতা]। এর আক্ষরিক অর্থের উদাহরণ:

يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ

তারপর তারা মূর্তিপূজায় রত এক জাতির কাছে উপস্থিত হয়। --- সূরা আল-'আরাফ,১৩৮

শরঈ': ই'তিকাফ হলো, গোসল ফরজ নয়, আকলবান এমনকি বলেগ হয়নি এমন একজন মুসলিমের আবদ্ধতা, যারা আল্লাহর ইবাদতের জন্য মসজিদের প্রতি আবদ্ধ হয় এমনকি কিছু সময়ের জন্য হলেও। আর অচেতনতা ই'তিকাফ ভঙ্গ করে না।

[৭৮] কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত তা করেছেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরারও তাঁর সাথে ই'তিকাফ করেছেন। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাওয়ার পরও তাঁরা ই'তিকাফ করেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তি বছরের সব সময়েই ই'তিকাফ করতে পারবে।

[৭৯] এর ভিত্তি হলো 'উমরের বাণী, (তিনি) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহিলিয়্যা যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানৎ করেছিলাম। তিনি (উত্তরে) বললেন, তোমার মানৎ পুরা করো। ---সহীহ বুখারী, ই'তিকাফ; ২০৩২(১৯০১)

যদি 'ইতিকাফের জন্য সিয়াম শর্ত হতো, তাহলে রাতে ই'তিকাফ বৈধ হতো না।

[৮০] কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, "প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।"--- সহীহ বুখারী, ১/১

তাই নিয়্যাত ব্যতীত ই'তিকাফ শুদ্ধ নয়।

[৮১] কারণ 'উমর ইবন খাত্তাবের বাণী, যদি তুমি ই'তিকাফের শপথ করো তবে তা করতে বাধ্য। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকরা অবস্থায় ই তিকাফের শপথ করে কিংবা দুটিই একসাথে করার শপথ করে তবে সে তা পূরন করতে বাধ্য।

[৮২] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

...আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায়...--- সূরা আল বাকারাহ,২/১৮৭

[৮৩] সক্ষম এবং মুক্ত পুরুষের জন্য জামা'আতে সালাত আদায় আবশ্যক।

তাদের জন্য সাধারণ মসজিদে ই'তিকাফ—

- জামা'আত পরিত্যাগের কারণ হতে পারে;
- ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণ হতে পারে[কারণ জামা'আতে সালাত আদায় করতে হলে মসজিদ থেকে বের হতে হবে]।

এজন্য তাদের ই'তিকাফ হতে হবে জামা'আতে সালাত আদায় করা হয় এমন মসজিদে।

মহিলা, দাস এবং মা'যুরের ই'তিকাফ যে কোন মসজিদেই শুদ্ধ।

(ই'তিকাফ করার) সর্বোত্তম মসজিদ হলো, (মক্কায় অবস্থিত) মসজিদুল হারাম, এরপর (নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরে অবস্থিত) মসজিদুল মদীনাহ এবং এরপর পবিত্র স্থানে অবস্থিত মসজিদুল আক্বসা[৮৪]। যদি এর কোনটি (সালাত কিংবা ই'তিকাফের জন্য) নির্ধারণ করা হয়, তবে এর চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদে (সালাত কিংবা ই'তিকাফ) যথেষ্ট হবে না[৮৫]। তবে বিপরীত, বিপরীতের জন্য যথেষ্ট হবে[৮৬]। যদি এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদ নির্ধারণ করা হয়, তবে ঐ মসজিদেই তা সম্পন্ন করা আবশ্যক নয়[৮৭]। যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের শপথ করে, {যেমন:যুল হিজ্জার দশদিন}, সে এর পূর্বেই প্রবেশ করবে এবং শেষের পর বের হবে[৮৮]।

ই'তিকাফকারী যা এড়ানো যায় না {, যেমন : প্রয়োজনে খাদ্যগ্রহণ, শৌচাগার ব্যবহার, ওযু কিংবা গোসল করা, জুমু'আর সালাত ইত্যাদি} তা ব্যতীত ই'তিকাফ থেকে বের হবে না। সে রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না। যদি না কোনো শর্তারোপ করে[৮৯]।

সহবাস, মত্ততা[নেশাগ্রস্ততা] এবং প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া ই'তিকাফ ভঙ্গ করে।

সুন্নাহ হলো ইবাদতে ব্যস্ত থাকা এবং অনাবশ্যক বিষয় এড়িয়ে চলা[৯০]।

---

[৮৪] নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম।---সহীহ বুখারী,১১৯০(১১১৭)।

[৮৫] যেমন, যদি কেউ মসজিদুল হারামে সালাত কিংবা ই'তিকাফ করার শপথ করে তবে তাকে সেখানেই ই'তিকাফ করতে হবে। মসজিদুল মদীনাহ্ কিংবা আক্বসাতে করলে যথেষ্ট হবে না।
একইভাবে যদি মসজিদুল মদীনাহ্-তে ই'তিকাফ করার শপথ করে তবে মসজিদুল আক্বসায় ই'তিকাফ করলে তা যথেষ্ট হবে না।

[৮৬] যদি কেউ মসজিদুল মদীনাহ্-তে ই'তিকাফ করার শপথ করে, তবে মসজিদুল হারামে ই'তিকাফ করলে তা যথেষ্ট হবে।
একইভাবে মসজিদুল আক্বসায় ই'তিকাফের শপথ করলে, তাঁর জন্য মসজিদুল হারাম কিংবা মসজিদুল মদীনাহ্-তে ই'তিকাফ করা যথেষ্ট।

[৮৭] কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল এবং মসজিদুল আক্সা তিনটি মসজিদ ব্যাতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাত-এর) উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করবে না)। ---সহীহ বুখারী, ১১৮৯(১১১৬)

[৮৮] অর্থাৎ প্রথমদিন সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করবে এবং শেষদিন সূর্যাস্তের পর বের হবে।
যদি কেউ বৃহস্পতিবার দিনের বেলা ই'তিকাফ করতে চায় তবে সে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রবেশ করবে এবং সূর্যাস্তের পর বের হবে।

[৮৯] অর্থাৎ যদি কেউ প্রথমেই শর্তে এ বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে তবে এগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

[৯০] যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় এড়িয়ে চলা। বিশেষ করে গুণাহ্-এর কাজসমূহ, যেমন:মিথ্যা, গিবত ইত্যাদি।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ